0 9 JUN 2017

কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 11 JUN 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শাবিতে ভিসির শেষ সময়ে গণনিয়োগ

আব্দুল্লাহ আল মনসুর, শাবিপ্রবি ▷

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) উপাচার্য (ভিসি) অধ্যাপক ড. মো. আমিনুল হক ভূইয়ার মেয়াদ শেষ হবে আগামী ২৬ জুলাই। এই শেষ সময়ে গত বুধবার তিনি ১২ জনকে মাস্টার রোলে (দৈনিক মজুরি) নিয়োগ দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) অনুমোদন ছাড়া এই গণনিয়োগকে নজিরবিহীন বলে মনে করছেন আওয়ামীপন্থী শিক্ষকরা।

শাবিপ্রবি সূত্র জানায়, নিয়োগ পাওয়াদের মধ্যে সাতজন এমএলএসএস, দুজন ঝাড়ুদার, একজন গার্ড এবং দুজন মালী রয়েছেন। তাঁদের বাংলা বিভাগ, হিসাব শাখা, পুর ও পরিবেশ কৌশল বিভাগ, আইআইসিটি, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল, সৈয়দা সিরাজুন্নেসা চৌধুরী হলসহ আরো কয়েকটি বিভাগ ও দপ্তরে কাজ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার তাঁদের কয়েকজন কাজে যোগদান করেছেন। একটি সূত্রের দাবি, মোট নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ২০ জনকে।

গত ১৫ মে ইউজিসি পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) মো. মিজানুর রহমান স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে দেখা যায়, 'দৈনিকভিত্তিক কর্মচারী, আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগকৃত কর্মচারী (গ্রেড ১৭-২০) ও আনসার নিয়োগের ক্ষেত্রে ইউজিসির পূর্বানুমোদন প্রয়োজন হবে।' কিন্তু শাবিপ্রবির নিয়োগে কোনো অনুমোদন ছিল না বলে রেজিস্ট্রার দপ্তর থেকে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, যেসব বিভাগ, হল ও দপ্তরে তাঁদের কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেসব বিভাগ, হল বা দপ্তর থেকে লোক নিয়োগের কোনো দাবিসংবলিত চিঠি রেজিস্ট্রার অফিসে পাঠানো হয়নি।

এ বিষয়ে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ মহিবুল আলম বলেন, 'অর্থের বিনিময় এবং বিভিন্ন ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতার সুপারিশে এ নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। শুধু এ নিয়োগ নয়, গত দুই বছরে যতগুলো নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, সবগুলোতে অর্থ লেনদেনের কথা শোনা গেছে।' শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মস্তাবুর রহমান এ নিয়োগ বাতিলের দাবি জানান।

এ বিষয়ে জানার জন্য উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আমিনুল হক ভূইয়াকে গতকাল বিকেল সাড়ে ৪টায় কল করা হলে তিনি রিসিভ করেননি।